দৈনিক ইনকিলাব

06 SEP 1986
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

129

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক নিয়োগে সচেতনতা

মানব সভ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাষা। পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার ভাষা আছে এবং তা গোষ্ঠীবদ্ধ। যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠী, উরালিক ভাষা গোষ্ঠী, বাস্ক ভাষা গোষ্ঠী ইত্যাদি আরো অনেক। যে জাতি যে ভাষাকে হৃদয়জাত লালনে বাঁচিয়ে না রেখে পারে না, সে ভাষা সে জাতির মাতৃভাষা। আমরা মনে-মননে, মেজাজে-মগজে বাংলা ভাষাকে লালন করি, ফলে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাই বলে অপরাপর ভাষায় পদচারণা অনধিকার চর্চা নয় মোটেই। বরং সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে জীবন জিজ্ঞাসার মত জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে বেশী সংখ্যক ভাষাজ্ঞান অনিবার্যই বটে। মানুষ তার অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু বলতে পারে না। আর তার অভিজ্ঞতার প্রকাশের জন্য ভাষা প্রয়োজন। তাই বলছিলাম, অভিজ্ঞতার পবিত্র স্পর্শে সভ্যতার বিকাশ করতে হলে ভাষা একান্ত আবশ্যক বিধায় তা মানব সভ্যতার প্রধান শর্ত। এ-একটি সর্বজন স্বীকৃত সার্বজনীন মত যে, ভাষার উন্নতি মানেই জাতির উন্নতি। বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞ অভিমত যে, শিক্ষা ছাড়া ভাষার উন্নতি হতে পারে না। অতএব বলা যায়, সভ্য হতে হলে ভাষাকে উন্নত করতে হবে যার শিক্ষার মাধ্যমেই ঘটবে ভাষার উন্নতি। ফলে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশে বহুমুখী শিক্ষা প্রচলিত আছে। যেমন, মাদ্রাসা শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, চিকিৎসা, কৃষি, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বহু বিষয়ক। এ দেশে শিক্ষার হার যদিচ নগণ্য এবং এর গতি যদিও বা শিথিল তবু যে এ ধারা থেমে থাকছে না এটাই বা কম আশার কথা কি? তবে শুধুমাত্র আশা ও বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকলে চলবে না বরং সফল হতে হলে পরিশ্রম প্রয়োজন। সুসভ্য জাতি উপহার দেয়ার মানসে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু কোন কোন ক্ষেত্রে ফার্সী ইত্যাদি বহুবিধ ভাষার বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় যে; বেশী বোঝা বইতে গেলে বেশী শক্তির প্রয়োজন। দিন দিন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সে শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ উদ্‌ঘাটন এবং তা নির্মূল করার প্রক্রিয়া বের করে তার সক্রিয় প্রয়োগ একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বলা যায়, শিক্ষক হচ্ছে সমাজের মডেল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব হেতু অনুপযুক্ত শিক্ষকের আধিক্য দেখা দিচ্ছে। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা তার মর্যাদা পেতে শুরু করেছে, সেহেতু আর অবহেলা না করে তা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদারেছীনের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ এসব দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে চাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় মূল উদ্দেশ্য প্রায় অগেকার পর্যায়েই পড়ে আছে বলা যায়। এর সমাধানকল্পে প্রতিটি শিক্ষকের আরো বেশী সচেতন, আন্তরিকতা এবং নিরলস প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তা না হলে শুধু যে কর্তাব্যক্তিদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে তা নয় বরং সুস্থ সমাজের দ্বার উন্মোচনও অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ ও প্রত্যয়শীল জীবন গঠনের কাজে শিক্ষকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র মাদ্রাসা শিক্ষাঙ্গনকে আরও সক্রিয় দেখতে চায়। অস্চ্ছসথ সন্তান সভ্যতার স্থপতি হতে পারে না। ভাষা জ্ঞানের বিস্তৃতি মানেই সভ্যতার বিস্তৃতি। মাদ্রাসা অংগনে অনেক ভাষা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাই জাতি এখান থেকে অনেক বেশী আশা করে।

—অধ্যাপক এ, বি, এম, ছিদ্দিক
মাধঘলা সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।